তারিখ ... 08 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

যুগান্তর

শিক্ষা আইনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আপত্তি

বদলিপ্রথা চান না বেসরকারি শিক্ষকরা

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে নানা মহল থেকে আপত্তি উঠেছে। ইতিমধ্যে বেসরকারি শিক্ষকরা বদলি প্রসঙ্গ নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। তাদের দাবি বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় বদলিপ্রথা চালু হলে মহাবিশৃংখলা দেখা দেবে। এদিকে নোট-গাইড প্রকাশের বিষয় নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি জাতীয়

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শিক্ষা আইনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আপত্তি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অনুমোদন ছাড়া স্বাধীনভাবে সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশ ও বাজারজাত করার দাবি জানিয়েছে। এই সুবিধা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ৬টি উপ-ধারা সংশোধন বা বাতিল দাবি করেছে সংগঠনটি। আর এ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১০ ও ১৮ এপ্রিল দু'দিন সারা দেশের ২৮ হাজার প্রকাশক ও বিক্রেতাদের বইয়ের দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১০ এপ্রিল সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা ও ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে ডিসিদের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি, ১৮ এপ্রিল ডিসিদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয়া হবে। এরপরও দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়ার কথা জানিয়েছেন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা।ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনী মিলনায়তনে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামল পাল, পরিচালক শামসুল ইসলাম বাহার, মির্জা আলী আশরাফ কাসেম, নেসারউদ্দিন আয়ুব। এসময় সহ-সভাপতি সম গোলাম কবীর, রতন চন্দ্র পাল, আমিরুল ইসলাম, লেকচার পাবলিকেশন্সের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরীফ-উল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সমিতির নেতারা জানান, আইনের ২(৩৯), ৭(৬)(৯)(১১)(১২), ২১(৫)(৬) ধারার সংশোধন চান তারা। তাদের দাবি, এ ধারাগুলো বাস্তবায়িত হলে প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ২৫ লাখ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই শিল্পের সঙ্গে কেবল প্রকাশকরাই জড়িত নন— মুদ্রকর, বাঁধাইকারী, ছাপাখানার শ্রমিক ও বই ব্যবসায়ীরা জড়িত। সারা দেশে ২৮ হাজার বইয়ের দোকান আছে। এসবই বন্ধ হবে। পাশাপাশি সৃজনশীল পুস্তক প্রকাশনাসহ অন্যান্য বই ছাপা ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে তারা মোট ১৫টি যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, 'আমরাও চাই মানসম্মত বই প্রকাশ হোক।' সেজন্য সরকার বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু এনসিটিবি যেখানে নিজেই মানহীন, ভুলভ্রান্তিতে ভরা প্রকাশ করে এবং সময়মতো বই দিতে পারে না, সেখানে তাদের অনুমোদন নিয়ে সহায়ক বই প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। কেননা, শত শত প্রকাশকের হাজার হাজার বই। এই বই অনুমোদন দিতে ও নিতে গেলে বছরের পর বছর লেগে যাবে। তারা মনে করেন, মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে বইয়ের মান নিয়ন্ত্রিত হয় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। ভালো বই বের না করলে তা শিক্ষার্থীরা কিনবে না। সুতরাং প্রকাশকরাই বইয়ের মান নিশ্চিতে সচেষ্ট।

বেসরকারি শিক্ষকরা অসন্তুষ্ট : এদিকে প্রস্তাবিত আইনে বদলি বিধি রাখায় অসন্তুষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শিক্ষকরা। তাদের দাবি, বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় বদলিপ্রথা চালু হলে মহাবিশৃংখলা দেখা দেবে। তবে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক নেতারা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের ৫৭-এর ৮ নম্বর উপধারায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (এমপিওভুক্ত) শিক্ষকদের বদলি ও পদোন্নতির বিষয়ে পৃথকভাবে নীতিমালা করার কথা বলা হয়েছে।